বিশেষ রচনা

ওপেন সোর্সের যুগে বিশ্ব আমাদেরও প্রবেশের সময় এসেছে

ওপেন সোর্স নিয়ে তোলপাড় চলছে সারা বিশ্বে। আর এই আন্দোলনে গতির সঞ্চার করেছে লিনাক্স। লিনাস টারভল্ডসের করা যুগান্তকারী এক কর্নেল। যদিও সবাই পুরো অপারেটিং সিস্টেমটির কৃতিত্বই লিনাস টারভল্ডসকেই দিয়ে থাকেন— কিন্তু লিনাস মূলত কার্নেলটির স্রষ্টা। আর অপারেটিং সিস্টেমটির পেছনে কাজ করেছেন পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে থাকা প্রোগ্রামারগণ। মূলত লিনাসের উদারতা ও ওপেন সোর্সের প্রতি তার আস্থা আজকে লিনাক্সকে দিয়েছে সবচে' বিশ্বস্ত অপারেটিং সিস্টেমের মর্যাদা।

সফটওয়্যার জায়েন্ট মাইক্রোসফটকে সত্যিকারভাবেই যারা প্রতিদ্বন্দ্বীতার ক্ষেত্রে টেনে নামিয়েছেন সেই সান (জাভার স্রষ্টা), ওরাকল আর নেটস্কেপের মূল শক্তিই এই অপারেটিং সিস্টেম।

আমাদের দেশে বহুদিন কপিরাইট আইন ছিল না। পত্রপত্রিকায় লেখালেখি, অনেক ছোটাছুটি আর ঝামেলার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে দেশের আইটি বিমুখ সরকারের বিজ্ঞ নীতিনির্ধারকেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কপিরাইট আইন করার ব্যাপারে। আইন করতে তো আর পয়সা লাগে না! পয়সা লাগে (এবং সদিচ্ছাও) সেই আইনের প্রয়োগে। আর এ দুটোরই অভাবে আইনটি কার্যকর করা হয় নি। অবশ্য যে দেশে ধর্ষণ আর খুনের মতো অপরাধ হবার পরও কর্মকাণ্ডের নায়কেরা বীরদর্পে ছাড়া পায়— সে দেশে কপিরাইট লঙ্ঘনের দায়ে অপরাধীর হাতি-ঘোড়া কিছু হয়ে যাবে— ভাবা যায় না। কিন্তু তারপরও আইটি সংশ্লিষ্ট মহল আশা করেন এই আইনটি কার্যকর হলে এই সেক্টরে কিছু বৈদেশিক বিনিয়োগের সুযোগ আসবে— যেমনটি হলো ভারতে মাইক্রোসফটের বিনিয়োগের মাধ্যমে। অবশ্য ভারতে এ ধরনের বিনিয়োগ আগেই ছিল। অনেক কোম্পানিই ইতিমধ্যে ভারতে বাণিজ্য শুরু করেছে। অতএব, আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে। কিন্তু সেটা অনেক লম্বা পথ। সেজন্য পরিকল্পনাও নিতে হবে দীর্ঘমেয়াদী।

অবশ্য বিকল্প পথও রয়েছে। আর সারাবিশ্ব সেদিকে ইতিমধ্যেই ঝুঁকে গেছে। সেটার কথা দিয়েই এ লেখা শুরু করেছিলাম। ওপেন সোর্স। এটি কোনো টেকনোলজি নয়— এটি একটি নীতি। ব্যবসায়িক নীতি। সোর্স কোডকে কুক্ষিগত করে না রেখে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে— সোর্স কোডকে সবার কন্ট্রিবিউশনে আরো পারফেক্ট করে তোলার নীতি নিয়েই ওপেন সোর্সের ধারণার সূত্রপাত। সারাবিশ্ব আজ সেই দিকেই যাচ্ছে।

আমাদের দেশে ওপেন সোর্সের ব্যবহার নেই বলে আমরা পিছিয়ে পড়ছি। পিছিয়ে পড়ছি এই অর্থে যে সারা বিশ্বে যেখানে লিনাক্সের ব্যবহার প্রবলভাবে বাড়ছে— আমাদের দেশে সেখানে মুষ্টিমেয় আগ্রহী কিছু ব্যক্তির পিসিতেই কেবল লিনাক্স দেখা যায়। আর ওপেন সোর্সের ব্যবহার নেই বলে আমাদের উপর সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়ছে— যার খারাপ দিকগুলো এখনই আমাদের চোখে পড়ছে না। কম্পিউটার টুমরোর পাঠক সংগঠন টুমরোজ ফোরামের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালও অনেকটা এই কথাই বলেছিলেন। তবে তাঁর বক্তব্যে কিছুটা আবেগ ছিল। তিনি টুমরোর পাঠকদেরকে লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে বলেছিলেন, কোনোদিন যদি হঠাৎ কপিরাইট আইন কার্যকর করা হয় তবে অসুবিধায় পড়তে হবে অধিকাংশ ইউজারকে। কেননা আমাদের অধিকাংশ ইউজারই ব্যবহার করে উইন্ডোজ।

তবে, ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল পুরো ব্যাপারটিকে যত সহজ করে বলেছিলেন— ব্যাপারটি তত সহজ নয়। বরং ব্যাপারটির তাৎপর্য অনেক ব্যাপক।

আমাদের দেশে কপিরাইট আইন যদি কখনো কার্যকর না-ও হয়, তবু ওপেন সোর্স ব্যবহারে অভ্যস্ত না হলে আমাদের তরুণ প্রজন্মের বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা হবে। বিশেষ করে সেইসব তরুণদের— যারা পেশা হিসেবে আইটিকে বেছে নিতে চান। কেননা, বর্তমান বিশ্বে মাইক্রোসফটের পণ্য ক্রমাগত কোণঠাসা হচ্ছে ওপেন সোর্স পণ্যগুলোর কাছে। ব্রাউজারদের লড়াইয়ে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার নেটস্কেপ নেভিগেটরকে হারাতে সক্ষম হলেও অন্যান্য ওপেন সোর্স ব্রাউজার অপেরা ও মোজিলার ইউজার ক্রমেই বাড়ছে। একই অবস্থা ডাটাবেজ সার্ভারের ক্ষেত্রেও। ওরাকলের আধিপত্যে মাইক্রোসফট সিকুয়েল সার্ভার বড় ধরনের ভাগ বসাতে না পারলেও ওপেন সোর্সের মাইসিকুয়েল কিংবা পোস্টগ্রে সিকুয়েলের জনপ্রিয়তা বাড়ছে দ্রুত। আর অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে উইন্ডোজ আর লিনাক্সের কথা নতুন করে বলার কিছু নেই।

আবার উন্নত বিশ্বে তরুণ প্রজন্মের প্রথম পছন্দই ওপেন সোর্স। কারণটা সহজ। ওপেন সোর্স ফ্রি হওয়ায় তাদের সফটওয়্যার কেনার ঝামেলায় যেতে হচ্ছে না। শুধু তরুণ নয়— বর্তমানের প্রায় সব ধরনের কোম্পানিই লাইসেন্সিং ফি এড়াতে ওপেন সোর্স নীতির ফ্রি সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করছে। ফলে পুরো বিশ্বের ট্রেন্ডটাই গড়াচ্ছে ওপেন সোর্সের দিকে।

ওপেন সোর্সের ব্যাপারটা শুরুতে সফটওয়্যার জায়ান্টগুলো হাল্কাভাবে নিলেও এখন কিন্তু তারা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সিরিয়াস। খোদ মাইক্রোসফট প্রধান বিল গেটস বিবিসি ওয়ার্ল্ডকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তার উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তবে তিনি ব্যাপারটিকে মাইক্রোসফটীয় রূপ দেয়ারও চেষ্টা করেন। অবশ্য মাইক্রোসফট নিজেও ওপেন সোর্সে শরীক হবার ঘোষণা দিয়েছে— তবে আংশিকভাবে। আর মাইক্রোসফটের মতো জায়ান্টের ওপেন সোর্সের প্রতি ঝোঁকাটাই প্রমাণ করে এর জনপ্রিয়তা কত বেশি এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে ওপেন সোর্সের অবস্থান কোথায়।

বাংলাদেশে অবশ্য আইএসপিগুলোর প্রায় সবই ওপেন সোর্স নীতির সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত। অতএব আমাদের দেশেও যে এর ভবিষ্যৎ নেই— তা বলা যাবে না। তবে তরুণ প্রজন্মের মাঝে— যেখানে এর ব্যবহার হওয়া উচিত ছিল সবচে' বেশি; সেই অংশেই ওপেন সোর্স সফটওয়্যারগুলোর ব্যবহার একেবারেই কম।

কিন্তু এ অবস্থায় পরিবর্তন প্রয়োজন। এবং পরিবর্তন ঘটানোর এটাই সময়। বিশেষ করে আইটিতে ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহীদের জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য। আর যারা শুধুই অতি সাধারণ ইউজার তারা যদি মনে করে ওপেন সোর্সের সফটওয়্যার কম— তাহলে তাদের এ ধারণা অত্যন্ত ভুল। কেননা, ওপেন সোর্সের জগতে ডেভেলপার এতো বেশি যে সফটওয়্যারও অনেক বেশি। আর লিনাক্সের বৈচিত্র্য উইন্ডোজের চেয়ে কোনো অংশে কম তো নয়ই— বরং বেশি।

তাই, আমাদের উচিত দ্রুত অভ্যস্ত হওয়া ওপেন সোর্স সফটওয়্যারে। কেননা, আমরা যত পরে এই জগতে প্রবেশ করব— আমরা ততই পিছিয়ে যাব। তাই এখনই উচিত উইন্ডোজের পাশাপাশি লিনাক্স সহ অন্যান্য ফ্রি সফটওয়্যারে অভ্যস্ত হওয়া। কেননা ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের কথা দেরিতে হলেও সত্যি হবে। দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণেই একসময় কপিরাইট আইন কার্যকর হবে। তখন ওপেন সোর্স ছাড়া আমাদের জন্য ব্যবহার করার আর কিছুই থাকবে না।

▪ মোঃ মারুফ হোসেন